মেহেরপুর শহরের ফৌজদারী পাড়ার মেহেরুলের ৬ মাস কারাদন্ড

মেহেরপুর শহরের আব্দুস সালামের উপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় মেহেরুল ইসলাম (২৮) নামের এক যুবককে ৬ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

দন্ডিত মেহেরুল ইসলাম শহরের ফৌজদারী পাড়া এলাকার মৃতু আবুল কাশেম বাবলুর ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মে) দুপুরে মেহেরপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২ এর বিজ্ঞ বিচারক তারিকুল ইসলাম এ রায় দেন।

মামলায় প্রধান আসামী মেহেরুল ইসলামকে কারাদন্ড দিয়েছেন। এছাড়া তার বোন লাভলী খাতুন ও মা মাহেরা খাতুনকে বেখসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

মামলার বিবরণে জানা যায়, নারিকেল গাছ ও কবুতর পালন করে বাড়ি ঘর নোংরা করার প্রতিবাদ করাই ২০২০ সালের ১৪ অক্টোবর মেহেরুল ইসলামের নেতৃত্বে বোন লাভলী খাতুন ও মা মাহেরা খাতুন মিলে লাঠি শোঠা দিয়ে আব্দুস সালামকে মারধর করে। এসময় আব্দুস সালামের কাছে থাকা ব্যবসার ৪৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং বাড়ি ঘরে হামলা করে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করে।

এঘটনায় আব্দুস সালাম বাদী হয়ে ওই তিনজনকে বিবাদী করে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং সিআর ৩৫৮/২০। মামলায় বাদী পক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম ও আদিল করীম।
আসামী পক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান স্বপন। মামলার রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাদী আব্দুস সালাম।

কোটচাঁদপুরে ইয়াবাসহ মাদকসেবীর ৩ মাসের কারাদন্ড

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাদক বিরোধী অভিযানে ৫২ পিচ ইয়াবাসহ মনিরুর ইসলাম (৩৩) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর শহরের বাজেবামনদাহ কারিকর পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে মাদকসেবী যুবককে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

দন্ডপ্রাপ্ত মনিরুল ইসলাম ওই এলাকার মসলেম উদ্দীনের ছেলে। জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বাজেবামনদাহ পাড়ায় অভিযান চালায়।

এসময় মাদকসেবী মনিরুলকে গ্রেফতার করা হলে, তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ৫২ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয় ভ্রাম্যমান আদালত।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আসামীদের মধ্যে জিআর মামলার ৩ জন, সিআর মামলার ১ জন ও মামলা খারিজের রিকলের আসামী ৩ জন রয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এই ৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করে। একই সময়ে সদর থানায় মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রন আইনে একটি মামলা হয়েছে। এছাড়া গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশ রিকলের আসামীদের আটক করেন।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বুধবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে এ আসামীদের গ্রেফতার করে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টীম অভিযানে অংশ নেন।
আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মে) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় নান্না বিরিয়ানির মালিককে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশনের দায়ে নান্না বিরিয়ানি হাউজকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পঁচা বাসী মাংস ফ্রিজে সংরক্ষণের অপরাধে এ জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর।

এছাড়া মেয়াদউত্তীর্ণ সিলিন্ডার ব্যবহার করে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রয় করা এবং কোন প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা না রাখার অপরাধে মেসার্স এ আর এন্টারপ্রাইজ কে ৮ হাজার জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে শহরের এনএস রোড এলাকায় ভেজাল খাদ্যবিরোধী এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়া শহরে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে হোটেল-রেস্তোরাঁ। ঢাকার নামিদামি রেস্তোরাঁর নাম দিয়ে কুষ্টিয়া শহরের বেশকিছু এলাকায় গড়ে তোলা হয় বিরিয়ানির দোকান।

যার মধ্যে হাজীর বিরিয়ানি এবং নান্না বিরিয়ানীর হেঁসেল ঘরে অস্বাস্থ্য ও নোংরা পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত চলছিল। এসব নিয়ে এর আগে মিডিয়ায় সংবাদ প্রচার হলে প্রশাসনের টনক নড়ে। এর ফলে আজকের

এই অভিযান।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও পঁচা ও বাসি মাংস দিয়ে বিরিয়ানি তৈরির অপরাধে নান্না বিরিয়ানি হাউজ কে ১০ হাজার টাকা এবং মেয়াদউত্তীর্ণ সিলিন্ডার ব্যবহার করে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রয় করা এবং কোন প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা না রাখার অপরাধে মেসার্স এ আর এন্টারপ্রাইজ কে ৮ হাজার জরিমানা করা হয়েছে। আগামীতে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সহায়তা করেন।

দর্শনা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক ও ওয়ারেন্টভুক্ত সহ ১৩ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী ও দুই কেজি গাঁজাসহ মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে গত মঙ্গলবার রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে এসআই আহম্মেদ বিশ্বাস, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এসআই সামীমসহ এএসআই মারুফ, এএসআই সিদ্দিক, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এজাহারভুক্ত আসামী ৯ জন ও মাদক সেবন করার অপারাধে ৩ জন ও দুই কেজি গাঁজাসহ মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করে।

দিনভর অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সোনা মিয়ার ছেলে মন্টু আলী (৩০), দর্শনা রামনগর কালিদাসপুর গ্রামের শ্রী কান্তদাসের ছেলে সুমন দাস (৩২), দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়ীয়া তামালতলা পাড়ার রেজাউল হকের ছেলে তুহিন

ইসলাম (২৩), ও একই পাড়ার ডালিম শাহ’র ছেলে শুভ (২২), দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের সোলায়মান মন্ডলের ছেলে আশরাফ আলী (৩৬),দর্শনা ইসলাম বাজার পাড়ার আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম জনি (২৪), দর্শনা করিমপুর পাড়ার জামাত আলীর ছেলে সালা উদ্দিন (৪০),পাড়ার হযরত আলীর ছেলে ঝন্টু (৩৫) কুড়ালগাছি ইউনিয়নের কুড়ালগাছি গ্রামের আঃ গনি ছেলে আঃ হামিদ (২৮), চন্ডিপুর গ্রামের আঃ হামিদের মেয়ে খুরশিদা (৪০), বেগমপুর পাড়ার হযরত আলীর ছেলে সুলতান (২৭), দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের শৈলমারী গ্রামের এরেং আলীর ছেলে ফরজ আলী (৪৫) কে গ্রেফতার করে।

গতকাল মঙ্গলবার ২ টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ ২ কেজি গাজাসহ নাস্তিপুর গ্রামের আঃ মোমিনের ছেলে গাজা ব্যাবসায়ী রাজু আহম্মেদ
(৩২) কে গ্রেফতার করে।

গাংনীতে গাঁজা সেবনকারীর জেল

গাঁজা সেবনের অপরাধে গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামের ইসরাফিল (২৬) নামের একজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।
আজ বুধবার (২৫ মে) দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এ দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। ইসরাফিল ঢেপা গ্রামের মৃত মনিরুল ইসলামের ছেলে।
এর আগে সকালের দিকে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম ঢেপা গ্রামের ইসরাফিলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেন।
পরে তাকে গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার মৌসুমী খানমের আদালতে হাজীর করেন।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর (৯) ধারা মোতাবেক তাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়। মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে পরোয়ানাভূক্ত আসামীকে গ্রেফতার করছে র্যাব-৬

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৬) গাংনী ক্যাম্প অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামী মো: পলাশ আলী (৩০) কে গ্রেফতার করেছে।
পলাশ গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের পুরাতনপাড়া এলাকার ফারজেল হোসেনের ছেলে।
সে গাংনী থানার স্বারক নং ৯০ এর এনজিআর -১০/২০ এর আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামী। গোপন সংবাদের ভিত্ত্বিতে বামন্দী বাজার এলাকা থেকে আজ বুধবার (২৫মে)ভোররাত ৪ টার সময় র্যাবের একটি দল অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্প থেকে আজ বুধবার পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামীকে জেলার গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ ৯ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে।
মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর আজ বুধবার (২৫ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সাজা মামলায় ২ জন, সিআর মামলায় ১ জন, মাদক মামলায় ১ জন, জিআর মামলায় ১ জন ও দায়ের হওয়া নিয়মিত মামলায় ৪ জন আসামী রয়েছে। মুজিবনগর থানা পুলিশ ৪ জন, সদর থানা পুলিশ ৪ জন ও

গাংনী থানা পুলিশ ১ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছেন। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুর সদর থানায় ১ টি ও মুজিবনগর থানায় ৩ টি নিয়মিত মামলা রুজ্জু করা হয়েছে।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এসব আটক অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
এসময় ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ২৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতির বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার শালিকা গ্রামে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে গৃহবধুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি জহিরুল ইসলাম ওরফে জহরনালের বিরুদ্ধে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ৭ টার দিকে ওই গৃহবধুর বাড়িতে এঘটনা ঘটে। জহিরুল ইসলাম ওরফে জহরনাল (৬৫) শালিকা গ্রামের রোডপাড়ার মৃত ফজের আলী ছেলে। তিনি শালিকা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি।

এঘটনায় গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তোভুগী গৃহবধু। লিখিত অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।

লিখিত অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, দীর্ঘ চার বছর যাবত গৃহবধুকে কু-

প্রস্তাব দিয়ে উত্যক্ত করে আসছে জহরনাল। বিভিন্ন সময় অজুহাত দেখিয়ে গৃহবধুর মোবাইলে কল করেও উত্যক্ত করতো। পরবর্তীতে মোবাইলের সিম পরিবর্তন করে গৃহবধু।

বিষয়টি স্বামীসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের জানানো হয়। এ নিয়ে কয়েকবার গ্রাম্যভাবে সালিস হলেও কোন সুরাহা হয়নি। প্রতিবাদ করলে স্বামীসহ গৃহবধুকে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে বাড়ির উঠানে শিশু সন্তানকে ভাত খাওয়াচ্ছিল গৃহবধু। বাড়িতে স্বামী না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত জহরনাল ঢুকে গৃহবধুকে জড়িয়ে ধড়ে। পরে শিশু সন্তানকে মাটিতে ফেলে দিয়ে গৃহবধুকে জোর করে শয়ন করে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করলে ব্যর্থ হয়।

পরে ঘর থেকে বের হয়ে সন্তানকে নিয়ে চলে যেতে চাইলে গৃহবধুকে বেধড়ক মারধর করে জহরনাল। পরে প্রতিবেশিরা ঘটনাস্থলে পৌছালে অভিযুক্ত জহিরুল ইসলাম ওরফে জহরনাল গৃহবধু ও তার স্বামীকে হত্যার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, সোমবার রাতে এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এক নারী। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা করা হবে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুজন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার ২ আসামীকে আটক করেছে।
সোমবার দিবাগত রাতে সদর থানা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা রয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা

□□□□□□